বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই)

নিউজলেটার

বর্ষ-১০ সংখ্যা-০৪
এপ্রিল-জুন ২০২৫

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

বাঁশের তিনটি নতুন জাত উদ্ভাবনে বিএফআরআই-এর বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার-২০২৪ অর্জন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান-এর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিএফআরআই এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাহবুবুর রহমান

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), চট্টগ্রাম-এর সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ কর্তৃক বাঁশের উচ্চফলনশীল তিনটি জাত উদ্ভাবনের জন্য বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার-২০২৪ এ প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। বাঁশ পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল একটি উদ্ভিদ প্রজাতি। কাঠের বিকল্প হিসেবে বাঁশ ও বাঁশ হতে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে বনজ বৃক্ষের উপর চাপ কমানো সম্ভব। এতে ব্যবহারকারী যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হবেন তেমনি বন ও পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। সম্প্রতি বিএফআরআই-এর সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ কর্তৃক বাঁশের উচ্চফলনশীল তিনটি নতুন জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবিত জাত তিনটি হলো: বিএফআরআই বাঁশ বিবি-১, বিএফআরআই বাঁশ বিএস-১ এবং বিএফআরআই বাঁশ বিএন-১। এরই ধারাবাহিকতায় বৃক্ষ সম্পর্কিত গবেষণা/সংরক্ষণ/উদ্ভাবন ক্যাটাগরিতে (ছ শ্রেণি) বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। বিএফআরআই উদ্ভাবিত বাঁশের জাত তিনটি দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ সকল জেলায় চাষের উপযোগী। বাঁশ পৃথিবীর দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ হওয়ায় এর বহুমুখী ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাঠের বিকল্প এবং বহু খাদ্যের উৎস হিসেবে একবিংশ শতাব্দীর একটি উদীয়মান গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসেবে বাঁশ পরিচিতি লাভ করেছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাঁশের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদাপূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে বাঁশ চাষ সম্প্রসারণ জরুরি। প্রতিবছর ২০ মিলিয়ন টন বাঁশের উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় ১.৫ বিলিয়ন জনগোষ্ঠী বাঁশের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবী জুড়ে প্রাত্যহিক ব্যবহারিক পণ্য, কাঠের বিকল্প, ফাইবার ও টেক্সটাইল, কম্পোজিট, খাদ্য ও পানীয়, নবায়নযোগ্য শক্তি, স্বাস্থ্য ও প্রসাধনী শিল্পে ব্যবহার্য প্রায় ১০ হাজারের অধিক তালিকাভুক্ত বাঁশের পণ্য রয়েছে। বাংলাদেশে রয়েছে ৪০ প্রজাতির ৫ লক্ষ হেক্টর বাঁশ। এর মধ্যে ২ লক্ষ হেক্টর প্রাকৃতিক বাঁশবন এবং ৩ লক্ষ হেক্টর গ্রামীণ বাঁশবন। বাংলাদেশে বাঁশের বিপুল ব্যবহারিক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টন শুকনো বাঁশ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চল থেকে আসে প্রায় ৮ লক্ষ টন আর বনাঞ্চল থেকে আসে প্রায় ২ লক্ষ টন। অর্থাৎ দেশে বাঁশের প্রয়োজনের ৫ ভাগের ৪ ভাগই আসে গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বাঁশ থেকে। দেশের কয়েকটি এলাকায় যেমন- যশোর, নওয়াপাড়া, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রায়

৪০ হাজার শ্রমিক বাঁশ ও বেত শিল্পের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে। দ্রুতবর্ধনশীল এবং স্বল্প আবর্তের উদ্ভিদ হওয়ায় কৃষক এবং গ্রামীণ জনগণের কাছে বাঁশ একটি অর্থনৈতিক ফসল হয়ে উঠেছে। চাষীরা রোপণের ৫ বছর পর বাঁশ কাটতে পারেন যা অন্য কোনো বৃক্ষের চাষ থেকে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। প্রতিবছর দেশের প্রায় ৩ লক্ষ লোক বাঁশ কাটা এবং বন থেকে সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত থাকে বলে অনুমান করা হয় এবং কয়েক লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি, গৃহায়ণ, কুটিরশিল্প এবং আচার-অনুষ্ঠানের কাজে বাঁশের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে প্রায় ২১ টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ প্রধানত বিভিন্ন বনাঞ্চলে বসবাস করেন। পাহাড়ি মানুষের কাছে বাঁশ একটি ঐতিহ্যবাহী নির্মাণসামগ্রী। বিশ্বব্যাপী গ্রীষ্মমন্ডলীয়, উপক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বাঁশ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বাঁশ সাধারণত তিনভাবে অবদান রাখে: (ক) বনে বাঁশ বায়োম্যাস কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করে, (খ) বাঁশের পণ্য কার্বন সঞ্চয়ক হিসেবে কাজ করে এবং (গ) বাঁশের বনায়ন থেকে কার্বন ক্রেডিটের সুযোগ তৈরি করে। গবেষণায় বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি বিএফআরআই-এর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। তাই এই পুরস্কার প্রাপ্তি বিএফআরআই-এর গবেষকবৃন্দের গবেষণা কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল হতে উৎসাহিত করবে এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়।

Exploratory Data Analysis in Forestry Research with R Software বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিএফআরআই-এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত R Software বিষয়ক প্রশিক্ষণে পরিচালক মহোদয়সহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক আয়োজিত ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী "Exploratory Data Analysis in Forestry Research with R Software" বিষয়ক প্রশিক্ষণটি গত ১২-১৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. বিএফআরআই-এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটিতে সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই-এর সম্মানিত পরিচালক জনাব একেএম শওকত আলম মজুমদার (যুগ্মসচিব)। প্রশিক্ষণটির কোর্স পরিচালক ও সমন্বয়ক ছিলেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) এবং জনাব মোঃ জহিরুল আলম, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ শাখা। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। প্রশিক্ষণটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম এবং বনজ সম্পদ উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান। এই প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ তাঁদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন যে, R Software ব্যবহার করে ইনস্টিটিউটের গবেষণাসমূহকে আরো নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম এবং ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান এর হাত থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা সনদ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে বিএফআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ড্রাগন ব্যাম্বু: চীন থেকে বাংলাদেশের পথে

চীনের ইউনান প্রদেশে ড্রাগন ব্যাম্বুর ঝাড়

ড্রাগন ব্যাম্বু Poaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের বৃহত্তম বাঁশ, যা "Giant Dragon Bamboo" বা "King of Bamboo" নামেও পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Dendrocalamus sinicus*। এটি মূলত চীনের ইউনান প্রদেশ ও লাওস অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে। এই বাঁশের গড় উচ্চতা ১৫১ ফুট, ব্যাস ১৪ ইঞ্চি, দেয়ালের পুরত্ব সর্বোচ্চ ২.৪ ইঞ্চি এবং ওজন ৪৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। মোটা ও শক্তিশালী কান্ড, দ্রুত বৃদ্ধি এবং বহুমুখী ব্যবহারের কারণে একে "বিশ্বের বৃহত্তম বাঁশ" বলা হয়। চীনের ইউনান প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০-১৮৭০ মিটার উচ্চতায় পাহাড়ি এলাকা, সমতল ভূমি এবং উপত্যকায় জন্মায়।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর কাষ্ঠ যোজনা বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ১৩-২৪ মে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ চীনের Southwest Forest University, Yunnan কর্তৃক আয়োজিত "Training on bamboo utilization, Kunming, Yunnan, China" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণপূর্বক বিশ্বের বৃহত্তম বাঁশ প্রজাতি ড্রাগন ব্যাম্বু সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনান্তে কঞ্চি-কলম আকারে ড্রাগন ব্যাম্বুর একটি চারা সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে তিনি চারাটি বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট গবেষণা কার্যক্রমের জন্য সরবরাহ করেন। বর্তমানে ঐ বিভাগের পরীক্ষাগারে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারাটির বংশ বিস্তারের গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।

ড্রাগন ব্যাম্বু আসবাবপত্র তৈরি, যোজিত বোর্ড, কাগজ উৎপাদন, নির্মাণকাজ এবং কার্বন সঞ্চয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। আশা করা হচ্ছে সফল গবেষণা ও অভিযোজনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলের উঁচু ভূমিতে এ প্রজাতির চাষ সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে এবং দেশের পরিবেশে বিদেশি দ্রুত বর্ধনশীল বাঁশ প্রজাতির গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতে দেশের বাঁশ শিল্প অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

উৎস: মোঃ মাহবুবুর রহমান, বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ

সাউথওয়েষ্ট ফরেস্ট ইউনিভার্সিটি, চীন

সনদপত্র গ্রহণ

সরবরাহকৃত ড্রাগন ব্যাম্বুর চারা

বিএফআরআই নার্সারিতে ড্রাগন ব্যাম্বু

পঞ্চগড় জেলায় বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা

২১ মে ২০২৫ খ্রি. পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই-এর বন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন। কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ সাবেত আলী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার। উক্ত কর্মশালায় পঞ্চগড় জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ যেমন-বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও তথ্য অধিদপ্তর; স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, সাংবাদিক ও এনজিও প্রতিনিধি, কাঠ ব্যবসায়ী এবং নার্সারি, করাতকল ও ফার্নিচার মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দসহ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিএফআরআই-এর ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ জহিরুল আলম এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোঃ মতিয়ার রহমান। কর্মশালায় বিএফআরআই-এর বনজ সম্পদ ও বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে বন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোঃ মতিয়ার রহমান। উক্ত কর্মশালায় বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত রাসায়নিক সংরক্ষণী প্রয়োগের মাধ্যমে কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদি গৃহস্থালি নির্মাণসামগ্রীর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি; সৌরচুল্লির মাধ্যমে কাঠ শুষ্কিকরণ; বাঁশ ও কাঠের যোজিত পণ্য উৎপাদন; কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ ও বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা; মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন ও বীজ সংরক্ষণ; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঠ শনাক্তকরণ; বনজ ও ঔষুধি উদ্ভিদের রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা; ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার ও বংশ বিস্তার; ভূমির উপযুক্ততার ভিত্তিতে বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন, কোথায় কী গাছ লাগাবেন; ঢালু ভূমিতে অগার হোল পদ্ধতিতে বৃক্ষরোপণ; তালের জার্ম টিউব হতে চারা উত্তোলন কৌশল; মিশ্র প্রজাতির বাগান ও বনায়ন সৃষ্টি; জ্বালানি কাঠের চাহিদা মিটাতে কপিস উৎপাদনকারী প্রজাতি নির্বাচন এবং সম্পূর্ণ আগর বৃক্ষে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাসহ উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হয়। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, পঞ্চগড় জেলা হলো দেশের উত্তরবঙ্গের সর্বশেষ জেলা। এ জেলার শিক্ষিতের হার তুলনামূলকভাবে দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে কম এবং এ জেলার মানুষ কৃষিকাজ ও শ্রমজীবী পেশায় নিয়োজিত থেকে তাঁদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করেন। এ জেলার মানুষ তাঁদের বসতবাড়িসহ আশেপাশের বিভিন্ন জায়গায় ইউক্যালিপটাস ও আকাশমনির গাছ লাগিয়ে থাকে। আকাশমনি গাছের কাঠ দিয়ে তাঁরা আসবাবপত্র এবং ইউক্যালিপটাস গাছের কাঠ দিয়ে চৌকাঠসহ ঘরের খুঁটি তৈরি করে থাকে। এই গাছ দুইটি এই এলাকায় বেশ জনপ্রিয় হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় এই গাছের বেশ কিছু নার্সারি রয়েছে। বর্তমানে গাছ দুইটির চারা উত্তোলন ও বিপণন সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় নার্সারি মালিকগণ ক্ষতির সম্মুক্ষীন হচ্ছেন। তাই এই গাছ দুইটির বিকল্প দ্রুত বর্ধনশীল বনজ বৃক্ষ প্রজাতির উপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিএফআরআই-এর গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান এবং উপস্থিত সকলকে সরকারি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম জানতে চান যে, কী কী কারণে ইউক্যালিপ্টাস ও আকাশমনি নিষিদ্ধ হলো? এবং আকাশমনি প্রজাতির পরাগরেণু অ্যাজমা বা শ্বসনতন্ত্রের রোগ সৃষ্টি করে কিনা? জবাবে ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন বলেন দুই-একটি কারণে নয় বরং পরিবেশ-প্রতিবেশের ভারসাম্য বিবেচনায় যখন কোনো প্রজাতি আগ্রাসী হয়ে ওঠে তখন তার নিয়ন্ত্রণ জরুরি হয়ে পড়ে। অপরদিকে আকাশমনির পরাগরেণু অ্যাজমা বা শ্বসনতন্ত্রের রোগ সৃষ্টি করে কিনা সেবিষয়ে বিএফআরআই কর্তৃক পরিচালিত গবেষণামূলক ফলাফলে তা প্রমাণিত হয়নি।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ ইউসুফ আলী বলেন বরেন্দ্র অঞ্চলে মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় বিএফআরআই-এর মাটির উর্বরতার ওপর ভিত্তি করে বরেন্দ্র অঞ্চলে রোপণোপযোগী কোনো বৃক্ষ প্রজাতির তালিকা আছে কিনা? এ বিষয়ে ড. মোঃ মতিয়ার রহমান বলেন বরেন্দ্র অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টিপাত এমনিতেই কম। অপরদিকে ইট ভাটার জন্য ভূমির উপরিভাগের উর্বর মাটি কেটে নিয়ে যায়, ফলে উর্বরতা আরো কমে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য বৃক্ষ প্রজাতির তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। তবে বরেন্দ্র ভূমিতে বিএফআরআই কর্তৃক একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। কেন্দ্র স্থাপিত হলে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে গবেষণার পথ প্রশস্ত হবে। শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান বলেন মানুষ তাদের প্রয়োজনে গাছ লাগায়। বিএফআরআইও চায় মানুষ সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় বৃক্ষরোপণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি এর লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সাধিত হোক। কর্মশালায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে পঞ্চগড় জেলাকে একটি নির্মল ও গ্রিন জেলা হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। পরিশেষে সমাপনী বক্তব্যে ড. মোঃ মতিয়ার রহমান বলেন বিএফআরআই-এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ভোক্তাগোষ্ঠীর মাধ্যমে যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হলেই গবেষকদের এই উদ্ভাবন স্বার্থক হবে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা

২৮ মে ২০২৫ খ্রি. চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের মিলনায়তনে জেলার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই-এর বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আব্দুস সামাদ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব মোঃ মতলুবুর রহমান। উক্ত কর্মশালায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ যেমন-বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও তথ্য অধিদপ্তর; স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, সাংবাদিক ও এনজিও প্রতিনিধি, কাঠ ব্যবসায়ী এবং নার্সারি, করাতকল ও ফার্নিচার মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দসহ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ তুলে ধরেন বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম এবং বনজ সম্পদ উইং-এর কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান। কর্মশালায় কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ, আগর কাঠ থেকে সুগন্ধি তেল নিষ্কাশনের উন্নত পদ্ধতি, বাঁশের যোজিত পণ্য (কম্পোজিট প্রোডাক্টস) ও আসবাবপত্র, সেগুন গাছের পাতাভোজী পোকা ও তার নিয়ন্ত্রণ, বন ও বীজতলার বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার, কৃষি জমির আইলে বৃক্ষরোপণ, ভেষজ উদ্ভিদের ক্ষুদ্র বীজ হতে চারা উত্তোলন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা এবং তালের চারা উত্তোলন ও রোপণ পদ্ধতি বিষয়ক গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়। এছাড়া বনভাত্তিক মিউজিয়াম বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুস সামাদ উত্তরের জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএফআরআই-এর পক্ষ হতে এরূপ জেলা কর্মশালা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। বিশেষ অতিথি রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব মোঃ মতলুবুর রহমান বিএফআরআই-এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলোর সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। নার্সারি মালিক, টিম্বার মার্চেন্ট, ফার্নিচার মালিকগণের পক্ষ হতে প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজনের অনুরোধ করা হয়।

সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার রোধে আমাদের করণীয় এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ: সচেতনতা ও কার্যকরী সমাধান বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

"পলিথিন ব্যাগ বর্জন করি, দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ি" এই প্রতিপাদ্যকে উপলক্ষ্য করে ১৭ জুন ২০২৫ খ্রি. বিএফআরআই-এর মিলনায়তনে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার রোধে আমাদের করণীয় এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ: সচেতনতা ও কার্যকরী সমাধান বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই-এর পরিচালক জনাব একেএম শওকত আলম মজুমদার (যুগ্মসচিব)। কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রশাসন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান। উক্ত কর্মশালায় বন ব্যবস্থাপনা উইং এবং বনজ সম্পদ উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তাদ্বয়সহ মূল কার্যালয়ে কর্মরত ১ম ও ২য় শ্রেণির মোট ৪৮ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় অনলাইনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু, উপসচিব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ-১, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে বিএফআরআই এর বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান বলেন, পলিথিন বিশেষ করে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করছে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হওয়ায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় সম্পর্কে গভীরভাবে জানা এবং এর ব্যবহার রোধে সরকারের যে নীতিগত সিদ্ধান্ত আসে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলে একসাথে কাজ করা প্রয়োজন। সভাপতির বক্তব্যে জনাব একেএম শওকত আলম মজুমদার (যুগ্মসচিব) বলেন, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বিশেষ করে পলিথিনের অবাধ ব্যবহারের ফলে নদী-নালা ও খাল-বিলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে শেষ ঠিকানা হচ্ছে সমুদ্র। এভাবে মাটি ও পানি দূষিত করে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির কারণ হচ্ছে। এমতাবস্থায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের এ বিষয়ে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন এবং এর দূষণ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা প্রতিপালনের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার অনুরোধ করেন।

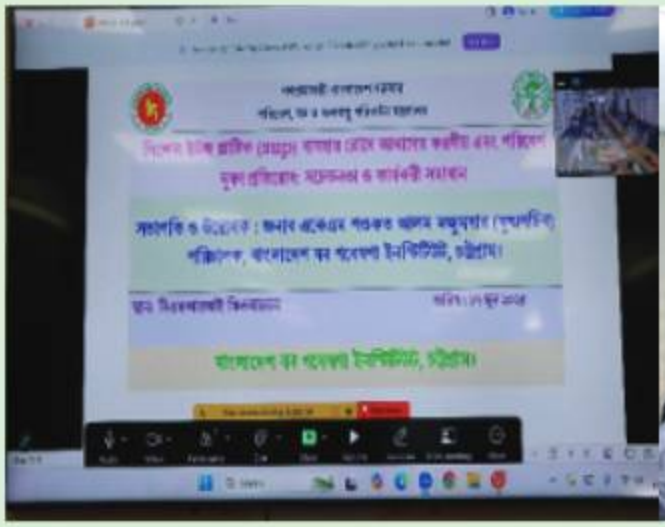

সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার রোধ বিষয়ক কর্মশালায় পরিচালক মহোদয় ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকসহ বিএফআরআই-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

শুভেচ্ছা বক্তব্যে বন ব্যবস্থাপনা উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম বলেন, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার রোধে আমাদের করণীয় ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালাটি আমাদের জন্য খুবই যুগোপযোগী একটি বিষয়। আমরা সবাই এর ক্ষতিকর বিষয়ে কম বেশি জানি, তবুও কর্মশালাটি অনেক কার্যকর হবে বলে আশা পোষণ করেন এবং তিনি আরো প্রত্যাশা করেন যে, ভবিষ্যতে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ এর ওপর ভিত্তি করে গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। বনজ সম্পদ উইং-এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন, যেহেতু বন গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান সেহেতু সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার রোধ বিষয়ক কর্মশালায় যেসব সিদ্ধান্ত আসবে তা বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় জনাব সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক কী? এর ব্যবহার রোধে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সচেতনতামূলক সভা-সেমিনার এবং দূষণ প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনাসহ বেশ কিছু বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে, বায়ো-ডিগ্রেডেবল বলে কোনো প্লাস্টিক নেই এবং এই সিঙ্গেল প্লাস্টিক বন্ধে সরকার দৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টায় আমাদের সকলকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে এসে সমাধানের পথ বের করতে হবে এবং বিকল্প পণ্য উদ্ভাবনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, নচেৎ এই দূষণ ঠেকানো সম্ভব হবে না। কর্মশালার সমাপণী বক্তব্যে ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন, বিএফআরআই-এর বনজ সম্পদ বিষয় নিয়ে গবেষণা করে বিভাগগুলোর মধ্যে মন্ড ও কাগজ বিভাগ এবং বন রসায়ন বিভাগ বায়ো-ডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া অন্যান্য বিভাগও বায়ো-ডিগ্রেডেবল পণ্য তৈরি করে প্লাস্টিকের বিকল্প সৃষ্টি করতে পারে।

নেত্রকোণা ও লক্ষ্মীপুর জেলায় মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং মানসম্পন্ন বনায়ন সামগ্রীর ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নেত্রকোণা জেলায় মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

লক্ষ্মীপুর জেলায় মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর আয়োজনে ১২ মে ২০২৫ খ্রি. নেত্রকোণা জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ মিলনায়তনে এবং ২৭ মে ২০২৫ খ্রি. উপকূলীয় বন বিভাগের অধীন লক্ষ্মীপুর জেলার সহকারী বন সংরক্ষক-এর কার্যালয়ে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত "মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং মানসম্পন্ন বনায়ন সামগ্রীর ব্যবহার" বিষয়ক দুইটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দুইটিতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে নেত্রকোণা জেলাস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান এবং উপকূলীয় বন বিভাগের অধীন নোয়াখালী জেলার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব আবু ইফসুফ। উভয় প্রশিক্ষণেই প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই-এর বীজ বাগান বিভাগের উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজান উল-হক। উভয় প্রশিক্ষণেই প্রশিক্ষক মহোদয় কীভাবে মাতৃবৃক্ষ (প্লাস-ট্রি) নির্বাচন করতে হয়? মাতৃবৃক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গাছের বেড়, উচ্চতা, ডাল-পালার বিস্তৃতি, ডাল-পালার কোণ, ট্রাঙ্ক হাইট (প্রধান কান্ডের উচ্চতা) এবং গাছের বয়সসহ যত ধরনের মানদন্ড রয়েছে তা প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে দেখিয়ে দেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং মানসম্পন্ন বনায়ন সামগ্রীর ব্যবহার বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনজ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ভালো বীজ ও চারা উত্তোলন অত্যন্ত জরুরি বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং আশা করা যায় উক্ত প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে বন ও কৃষি বিভাগের কর্মীদেরকে দক্ষ করে তোলার মধ্য দিয়ে দেশে সবুজ আচ্ছাদিত বন ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রশিক্ষণ দুইটিতে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা এবং লক্ষ্মীপুর বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, নেত্রকোণা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং নেত্রকোণা ও লক্ষ্মীপুর জেলার নার্সারি মালিকগণ প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

রাঙ্গামাটি জেলায় ভেষজ উদ্ভিদের চারা উত্তোলন কৌশল, গুরুত্ব ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ভেষজ উদ্ভিদের চারা উত্তোলন কৌশল, গুরুত্ব ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথিসহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ১৩ মে ২০২৫ খ্রি. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মিলনায়তনে "ভেষজ উদ্ভিদের চারা উত্তোলন কৌশল, গুরুত্ব ও ব্যবহার" বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটির কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন), বিএফআরআই, চট্টগ্রাম। তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ শাখার উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ জহিরুল আলম এর সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই-এর এর গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোঃ শাহ আলম। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান। প্রশিক্ষণটিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং নার্সারি মালিকগণসহ মোট ৩১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটিতে গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোঃ শাহ আলম ছোট বীজ বিশিষ্ট ভেষজ উদ্ভিদের চারা উত্তোলন ও রোপণ কৌশল প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে দেখিয়ে দেন। এভাবে চারা উত্তোলন ও রোপণ করলে চারা উৎপাদনের হার যেমন বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে ঔষধি উদ্ভিদের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও তিনি শ্বেত চন্দনের চাষাবাদ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।

মিরসরাই, চট্টগ্রাম-এ মৌমাছি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মৌমাছি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান

২০ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক "পাহাড়ি এলাকায় মৌমাছি পালন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ জোরার গঞ্জ আইডিয়াল একাডেমি, মিরসরাই, চট্টগ্রাম-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সমন্বয়ক ও সঞ্চালক ছিলেন জনাব মোঃ জহিরুল আলম, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ শাখা, প্রশিক্ষক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, রিসার্চ অফিসার, বন রক্ষণ বিভাগ এবং ব্যবহারিক বিষয়ে প্রশিক্ষক ছিলেন জনাব মোঃ সাঈদ। প্রশিক্ষণটিতে জোরারগঞ্জ আইডিয়াল একাডেমি, মিরসরাই, চট্টগ্রাম এর শিক্ষক জনাব আব্দুর রহিম ও স্থানীয় মৌচাষী জনাব খাবীর ইবনে আশিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বিএফআরআই-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পাহাড়ি এলাকায় মৌমাছি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী মৌচাষী, কৃষক, তরুণ উদ্যোক্তাগণ, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ মৌমাছি পালনে ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষক জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান মৌমাছি পালনের সুবিধা-অসুবিধা, কীভাবে মৌমাছি পালন করলে লাভবান হওয়া যায় এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহের কৌশল, বাক্সে মৌমাছি পালন, পাহাড়ি এলাকায় মৌমাছি চাষ এবং মধু সংগ্রহকারী মেশিনের মাধ্যমে খুব সহজে মধু সংগ্রহ কীভাবে করা যায় তা প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সহজ ও চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে বিএফআরআই-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্থানীয় মৌচাষীর মৌ-বাক্স পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেন। স্থানীয় মৌচাষীরা বিএফআরআই-এর কাছে ভবিষ্যতে কারিগরি ও অল্প খরচে কীভাবে মৌমাছি পালন করে লাভবান হওয়া যায় এ সম্পর্কে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা এই প্রশিক্ষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সরকারি আর্থিক সহায়তা পেলে অনেক গরীব কৃষক মৌমাছি পালনে আগ্রহী হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব শেখ মোহাম্মদ রবিউল আলম এর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম-এর বন ইনভেন্টরি বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব শেখ মোহাম্মদ রবিউল আলম সম্প্রতি মালয়েশিয়ার Universiti Malaysia Terengganu (UMT) বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Oceanography and Environment (INOS) থেকে "Advances in Landsat Remote Sensing for Spatial Distribution of Saltmarsh Land-Cover and Inundation Dynamics in South Eastern Bangladesh" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। গত ২৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত UMT বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। পিএইচডি গবেষণার জন্য তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত "National Agricultural Technology Program Phase-II" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পিএইচডি ফেলোশিপ প্রাপ্ত হন। তার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন UMT বিশ্ববিদ্যালয়ের INOS ইনস্টিটিউটের সিনিয়র প্রভাষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শওকত হোসেন এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. আইদি মোহাম্মদ সওয়াল বিন এম মুসলিম। এই গবেষণার মাধ্যমে প্রস্তাবিত ম্যাপিং কৌশল উপকূলীয় ও জলাভূমির উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ, সল্টমার্শসহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্লাবন ঝুঁকিতে থাকা এলাকা শনাক্তকরণে সহায়ক হবে। ফলস্বরূপ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উপকূলীয় ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনা, সংরক্ষণ কৌশল এবং অভিযোজন ব্যবস্থাপনায় কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উপদেষ্টামন্ডলী

এ কে এম শওকত আলম মজুমদার (পরিচালক) ড. হাসিনা মরিয়ম (মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা) ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান (মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা)

বিএফআরআই নিউজলেটার প্রকাশনা কমিটি

ড. মোঃ মতিয়ার রহমান (আহ্বায়ক) লায়লা আবেদা আক্তার (সদস্য) সাদ্দাম হোসেন (সদস্য-সচিব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

Website: www.bfri.gov.bd, E-mail: bfrinewsletter@gmail.com

ফোন :+৮৮-০২৪১৩৮০৭০১, +৮৮-০২৪১৩৮০৭০৫, +৮৮-০২৪১৩৮০৭০৭